গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর ডিসেম্বর/২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আনিছুর রহমান সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৭-০১-২০২১
সভার সময়	সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ডিসেম্বর/২০২০ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৭-১২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত নভেম্বর/২০২০ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৭-১২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) হতে অনিষ্পন্ন তিনটি বিষয়ের একটি তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে খনিমুখে পরিমাপকৃত ওজন থেকে গড় বিবেচনায় ৫.১% হারে পানি/ময়েশ্চার বাদ দিয়ে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান। এ বিষয়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, বিসিএমসিএল এর সাথে চাইনিজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের (XMC-CMC Consortium) চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পর এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী চুক্তি যাতে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী সম্পাদিত হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে পেট্রোবাংলাকে পত্র দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, চাইনিজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বর্তমান চুক্তিতে ৫.১% রয়েছে। পরবর্তী ৬ বছরের চুক্তির জন্য টেন্ডার ডকুমেন্ট ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ময়েশ্চার টেস্টের বিভিন্ন ফলাফল গড় করে	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ কতদিন যাবত কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) খনিমুখে পরিমাপকৃত ওজন থেকে গড় বিবেচনায় ৫.১% হারে পানি/ময়েশ্চার বাদ দিয়ে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি এ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বিএমডি ও বিসিএমসিএল এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	৩.৩৯% পাওয়া গেছে। ফলে পরবর্তী চুক্তিতে ৩.৩৯% হারে পানি/ময়েশ্চার বাদ দিয়ে কয়লার পরিমাণ নির্ধারিত হবে। অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) আরো জানান যে, খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিমুখে প্রাপ্ত সকল ধরণের খনিজ পদার্থের জন্যই রয়্যালটি দিতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, কয়লা উৎপাদনের পর পিডিবি'কে সরবরাহকৃত কয়লার পরিমাণকে খনিমুখে প্রাপ্ত খনিজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, বিভিন্ন খনিমুখ হতে প্রাপ্ত আকরিক ও সরবরাহকৃত আকরিকের ময়েশ্চারের মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। তাই বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, খনিমুখে পরিমাপ এবং চূড়ান্ত পরিমাপের ব্যত্যয় দূর করার জন্য বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে খনিমুখে উৎপাদিত বিভিন্ন স্ক্রাব মূল খনিজের সাথে পরিমাপ পরিহার করা প্রয়োজন। বিষয়টি সমাধানের জন্য পেট্রোবাংলাকে একটি প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে বিষয়টি যাতে সমাধান হয় এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। উপসচিব (প্রশাসন-২) উল্লেখ করেন যে, বিএমডি'র অনিষ্পন্ন তালিকায় প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব লোগো অনুমোদনের বিষয়টি ছিলো। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় বিএমডি প্রস্তাবিত লোগোটি যথাযথ না হওয়ায় বিবেচিত হয়নি। কয়েকটি নমুনা লোগোসহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (প্রশাসন-২) আরো জানান যে, খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন বিষয়ে গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) ও কমিটির আহ্বায়ক জানান যে, ইতোমধ্যে কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিছু বিষয় স্পষ্টীকরণের জন্য শীঘ্রই সভার কার্যবিবরণী বিএমডিতে প্রেরণ করা হবে। পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, এ সংক্রান্ত বিষয় বিশেষ করে ওয়েলহেড মার্জিন পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় এসজিসিএল ও বাপেক্সে যে আদেশটি রয়েছে বিইআরসি হতে সেটির একটি সাপ্লিমেন্টারি আদেশ জারির সিদ্ধান্ত রয়েছে। বিইআরসি'র সেই সাপ্লিমেন্টারি আদেশের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, এ বিষয়ে পেট্রোবাংলাকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সিএনজির ডেনসিটি ফ্যাক্টর .৬৭% করণের বিষয়ে বিএসটিআই ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি নির্দেশনা রয়েছে। সেটি করতে হলে বিইআরসির মাধ্যমে আরপিজিসিএল এর মার্জিন পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে। পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute নিরসনের জন্য আরেকটি সভা আহ্বানের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(গ) পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহ নিরসনের জন্য আরেকটি সভা আহ্বানের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) বাপেক্স ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ এর ওয়েলহেড মার্জিন পুনঃনির্ধারণ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিইআরসির সাথে পেট্রোবাংলা যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (ঙ) সিএনজির ডেনসিটি ফ্যাক্টর .৬৭% বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরপিজিসিএল এর মার্জিন পুনঃ নির্ধারণের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (চ) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী এ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির শাখা/ অধিশাখা নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে।	

	সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা নিয়মিত পরিদর্শনের বিষয়ে উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, গত ডিসেম্বর/২০২০ মাসে এ বিভাগের ২২টি শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন হয়েছে। সভাপতি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি পর্যায়েও শাখা/অধিশাখা পরিদর্শনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।		
৩.২	পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) জানান যে, এনবিআর এর টাকা পরিশোধে একটু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। Excelerate Energy Ltd. ও Summit LNG Terminal Co. Ltd. এর ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল দুটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে আমদানিকৃত পণ্যাদি ডেফার্ড পেমেন্ট শর্তে খালাসের বিপরীতে প্রায় ১০৯৪ কোটি টাকা ছাড়করণের জন্য জ্বলানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে গত ২০-০১-২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এ টাকা না পাওয়া পর্যন্ত অন্যান্য সমস্যাগুলো সমাধান করা যাচ্ছে না। তিনি এ বিষয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি অর্থ বিভাগ পেট্রোবাংলার নিকট ৪০০০ কোটি টাকা ফেরত চেয়েছে। GDF এর নতুন নীতিমালা অনুযায়ী এ বিষয়ে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন দরকার। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিইআরসি ও অর্থ বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের জন্যও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন। বর্তমানে ৪০০০ কোটি টাকা অর্থ বিভাগকে দেয়ার মত সক্ষমতা প্রেট্রোবাংলার নেই। এ বিষয়ে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অর্থ বিভাগ হতে এ অর্থের জন্য বারবারই যোগাযোগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে গত ২৪-০১-২০২১ তারিখ ধার্যকৃত একটি সময়সীমা পার হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, বিপিসি থেকেও এ ধরনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সভাপতি উল্লেখ করেন যে অর্থ বিভাগ হতে একদিকে বাজেট পাওয়া যাচ্ছে না অপরদিকে আবার টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য তাগিদ দেয়া হচ্ছে। এত পরিমাণ টাকা এ মুহূর্তে অর্থ বিভাগকে ফেরত দেয়ার মত পরিস্থিতি নেই। কারণ পেট্রোবাংলার আয় সামান্য। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ বর্তমানে নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিপিসি'র চেয়ারম্যান সভায় জানান যে আর্ন্তজাতিক বাজারে তেল, গ্যাসের দাম যে হারে বেড়ে চলেছে এ ধারা অব্যাহত থাকলে বিপিসি'র লোকসান হওয়ার সম্ভবনা বেশী। এ বিষয়টি নিয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে বিপিসি'র রিজার্ভ সংরক্ষণ করা জরুরী মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, গত ২৪-০১-২০২১ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সেচ মওসুমে দৈনিক ১৫০০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ কেন করা যাচ্ছে না সেজন্য পেট্রোবাংলাকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করা হয়। এ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে সভায় বাস্তব পরিস্থিতি অবহিত করার সুযোগ হয়নি। অপরদিকে, উপদেষ্টা মহোদয় টেলিফোনে জানিয়েছেন যে,	(ক) এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) Excelerate Energy Ltd. ও Summit LNG Terminal Co. Ltd. এর ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল দুটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে আমদানিকৃত পণ্যাদি ডেফার্ড পেমেন্ট শর্তে খালাসের বিপরীতে অর্থ ছাড়করণের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ২০১৮ সাল হতে এলএনজি আমদানি পর্যায়ে ১৫% Advance ভ্যাট বাবদ পরিশোধিত টাকা refund পাওয়ার বিষয়ে এনবিআর এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) যে সকল কোম্পানি ইক্যুইটি খাতের টাকা অদ্যাবধি পেইড ইন ক্যাপিটালে রুপান্তর করেনি তাদেরকে দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা/ সংশ্লিষ্ট সকল কোম্পানি

স্পট থেকে এলএমজি আমদানি অব্যাহত রাখতে হবে। আসন্ন কৃষি মওসুমে যাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা না হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চমূল্যে এলএনজি ক্রয়ের বিপরীতে এ টাকার সংস্থান কিভাবে হবে তার কোন উৎস পেট্রোবাংলার নেই। অপরদিকে, অর্থ বিভাগ কোন ভর্তুকিও দিচ্ছে না। বিদ্যুৎ বিভাগ একটি প্রক্ষেপণ দেখিয়েছে যে, প্রতিদিন ১৫০০ ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিদ্যুৎ এর চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে গ্যাপ রয়েছে। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন) জানান যে, বর্তমানে দেশে ৭৯ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। সরকারি ৩৭ টি, আইপিপি ২৯ আর রেন্টাল ১৩ টি। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ১২৬৯২ মেগাওয়াট। এদের সাথে অনুমোদিত কন্ট্রাক্ট লোড হচ্ছে দৈনিক ২৫২৪ মিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ১২৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট গড়ে ব্যবহার হয়। আরো নতুন যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র যুক্ত হচ্ছে, তাতে আগামীতে আরও ১৪৬৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের দাবী রয়েছে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি রয়েছে। কমিটি কর্তৃক একটি অবস্থানপত্র তৈরি করা হচ্ছে। এ বিষয়টি পিডিবি ও মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুরাহা হওয়া দরকার। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) জানান যে, জুন/২১ পর্যন্ত প্রতি মাসে যদি ৮টি করে কার্গো আসে তাহলে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তার একটি পরিসংখ্যান তৈরি করে সিনিয়র সচিব মহোদয়'কে অবহিত করা হবে। পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, বর্তমানে পার কিউবিক ফিট এলএনজি'র দাম পড়ছে ২৭ টাকা যেখানে পিডিবির কাছ থেকে ৪ টাকা পাওয়া যাচ্ছে। পিডিবি ৪ টাকা মূল্যে গ্যাস নিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে আবার ভর্তুকীও দিচ্ছে। তিনি জানান যে, ভারত থেকে প্রায় ১১৬০ মেগওয়াট গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে। ভারতে ৭০% হচ্ছে কোল বেইজড পাওয়ার প্ল্যান্ট। বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচও কম। ফলে ভারত হতে বিদ্যুৎ আমদানি করলে সাশ্রয়ী হবে। তিনি বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে একটি সভা করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট বলেন পাওয়ার প্ল্যান্টের সক্ষমতা বর্তমানে অনেক, কম যা ১২০০ মেগাওয়াট। পাওয়ার প্লান্টগুলো efficiently রান করানো গেলে ১২০০ মেগাওয়াটের মাধ্যমে ২০% সাশ্রয়ী হতো। Simple Cycle গুলো কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর করার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে একটি time bound করা যেতে পারে। পরিচালক (অপারেশন), পেট্রোবাংলা জানান যে, পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোর efficiency নির্ণয়ের কাজ চলমান আছে। এটি সম্পন্ন হওয়ার পর সামগ্রিক বিষয়ে পিডিবির সাথে সভা আহ্বান করা যাবে। সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে efficiency নির্ণয় করতে পারলে তাদের সঠিক উৎপাদন ক্ষমতা জানা যাবে। ফলে গ্যাসের সঠিক চাহিদা নিরুপণ সম্ভব হবে।

পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) জানান যে, Excelerate Energy Ltd. ও Summit LNG Terminal Co. Ltd. এর ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের আমদানিকৃত পণ্যাদির বিপরীতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক অর্থ ছাড় না করা পর্যন্ত VAT এর ১৫% রিটার্ণ এনবিআর হতে পাওয়া যাবে না।

	সিনিয়র সচিব মহোদয় এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা করবেন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) আরো উল্লেখ করেন যে, সরকার কর্তৃক ইক্যুইটি হিসেবে প্রদত্ত টাকা পেট্রোবাংলার অনেক কোম্পানি পেইড অব ক্যাম্পিটালে রুপান্তর করেনি। যে সকল কোম্পানি ইক্যুইটি খাতের টাকা অদ্যাবধি পেইড অব ক্যপিটালে রুপান্তর করেনি তাদেরকে দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পন্নে জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৩	**বিস্ফোরক পরিদপ্তর:** বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম বিষয়ে এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) জানান যে, মন্ত্রিসভা কমিটির সভার প্রেক্ষিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারিগরি কমিটিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) রয়েছেন। কারিগরি কমিটি বিস্ফোরক পরিদপ্তরকে শক্তিশালী ও বৃহৎ পরিসরে নেয়ার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। এ কারণে অর্গানোগ্রামের কার্যক্রমটি আপাততঃ বন্ধ রয়েছে। কারিগরি কমিটির সভার কার্যবিবরণী পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ও কেমিক্যাল সংক্রান্ত লাইসেন্স যে সকল প্রতিষ্ঠান দেয় তাদেরকে একটি ছাতার নিচে এনে যাতে সেবা দেয়া যায় সে লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটি ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের কমিটিতে প্রস্তাব করা হয়। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের পরিধি বর্তমানে ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই কারিগরি কমিটির সুপারিশ প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা সহায়ক হবে। বিস্ফোরক পরিদপ্তরে নবনিযুক্ত প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ বিস্ফোরক পরিদপ্তরকে এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরে কিছু অনিষ্পন্ন কাজ রয়েছে। অনিষ্পন্ন কাজ গুলো দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ/সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রামের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ শাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	**হাইড্রোকার্বন ইউনিট:** সভাপতি বলেন যে, ইআরপি বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে। আইসিটি ডিভিশনের কমন ইআরপিতে এ বিভাগের প্রস্তাবিত ইআরপির অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আগামী ৬ মাস এ বিভাগের বিদ্যমান বিষয়গুলো কমন ইআরপির সাথে সম্পৃক্ত করে এবং বিজনেস অটোমেশন CoKreates Limited এর সাথে আলোচনাপূর্বক পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে তা হতে কেমন আউটপুট আসে। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, ড্যাশবোর্ড ইতোমধ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বিপিসি ও পেট্রোবাংলা হতে ড্যাশবোর্ড আপডেট করার কাজ চলমান আছে। সভাপতি বলেন যে, বিপিসি ও পেট্রোবাংলা হতে নিয়মিত ড্যাশবোর্ড হালনাগাদ করতে হবে। তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ না করলে ড্যাশবোর্ড অথবা ইআরপি কোন কাজে আসবে না। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, অধিকাংশ সরকারি ওয়েবসাইট হালনাগাদ নেই। ড্যাশবোর্ডটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি ও পেট্রোবাংলার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। জিটিসিএল এর ইআরপির উপর একটি প্রেজেন্টেশন করার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রেজেন্টেশনটি জিটিসিএল এর অডিটোরিয়ামে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন।	(ক) ড্যাশবোর্ড দ্রুত প্রদর্শনপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি ও পেট্রোবাংলার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করতে হবে। (খ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ইআরপির বিষয়গুলো আইসিটি ডিভিশনের কমন ইআরপির সাথে সম্পৃক্ত করে আগামী ৬ মাস পর্যবেক্ষণে রাখার পাশাপাশি বিষয়টি এগিয়ে নেয়ার জন্য বিজনেস অটোমেশন CoKreates Limited এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ওয়েবসাইট প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। (ঘ) জিটিসিএল এর ইআরপির উপর জিটিসিএল এর অডিটোরিয়ামে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণপূর্বক একটি প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি

৩.৫	**খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি):** মহাপরিচালক, বিএমডি জানান যে, ইতোমধ্যে বিএমডি, জিএসবি এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি কর্তৃক যৌথভাবে সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহের মূল্য নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। বিএমডি গত ২৮-১২-২০২০ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার ৫২ (বায়ান্ন)টি গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারি ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ইজারা প্রদানের নিমিত্ত প্রচলিত বিধি ৭৮(২) অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, হবিগঞ্জে জব্দকৃত সিলিকা বালু নিলাম দেয়ার জন্য বিএমডির প্রতিনিধিকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়ার পর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে দ্রুত অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	হবিগঞ্জে জব্দকৃত সিলিকাবালু নিলাম দেয়ার বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন হতে দ্রুত বিস্তারিত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিএমডি
৩.৬	**বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই):** মহাপরিচালক, বিপিআই জানান যে, বিপিআই'কে কার্যকর ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত পিডিপিপি Need Assesment এর ভিত্তিতে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক গত ৩১-১২-২০২০ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পিডিপিপিটি দেখে যদি কোন পরামর্শ পাওয়া যায় সে অনুযায়ী পুনরায় সংশোধন করা হবে। পিডিপিপিটি ইআরডি বরাবর প্রেরণ করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, পিডিপিপিটি পরীক্ষা করে সঠিক পাওয়া গেছে। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, পিডিপিপিটি অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে নথিতে উপস্থাপিত হয়েছে।	বিপিআই'কে কার্যকর ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত পিডিপিপির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের হালনাগাদ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ অধিশাখা/ বিপিআই
৩.৭	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেজিটিডিএসএল জানান যে, BERC নির্ধারিত tariff অনুসরণ না করলে ৬০ দিন পর গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে মর্মে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড বরাবর গত ০৩/১/২০২১ তারিখে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। চূড়ান্ত নোটিশ প্রেরণের পর অদ্যাবধি লাফার্জ হতে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। চূড়ান্ত নোটিশের সময়সীমার পর প্রতিষ্ঠানটির গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, লাফার্জ এর বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার প্রেক্ষিতে ট্যারিফ বিষয়ে একটি রেকর্ডস অব নোটস লাফার্জকে সরবরাহ করা হয়েছে। তাই এ বিষয়ে লাফার্জকে আর সুযোগ দেয়া সম্ভব নয়।	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেডকে প্রদত্ত চূড়ান্ত নোটিশের সময়সীমা অতিক্রান্তের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটির গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ ও পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল

৩.৮	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, ভূগর্ভের কাজে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় থেকে ৩,৫০০ থেকে ৩,৭০০ টন করে কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে। এছাড়া, চুক্তির অন্যান্য কাজ যেমন -৪৭০ আউটার সাম্প, -৪৭০ ডিস্ট্রিবিউশন রোডওয়ে ও ১১১৩ ড্রেইনেজ রোডওয়ের উন্নয়ন কাজও চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৪৯১ জন স্থানীয় শ্রমিক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সম্প্রতি ১০০-১৩০ জন স্থানীয় শ্রমিক খনিতে প্রবেশের জন্য একটি তালিকা পাওয়া গেছে। তাদের কোভিড টেস্ট ও কোয়ারেন্টাইন করে খনিতে প্রবেশ করানো হবে। সভাপতি ১৩১০ ফেইস উন্নয়ন কাজের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, ১৩১০ ফেইসের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে এবং অগ্রগতিও খুব ভালো। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, আগামী ১০-০৮-২০২১ তারিখে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বর্তমান চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে। নতুন চুক্তির জন্য ইতোমধ্যে একটি টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে, যা অনুমোদনের জন্য শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এমজিএমসিএল এর নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিনি জানান যে, সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এমজিএমসিএল এর বর্তমান উৎপাদন দৈনিক ৪,০০০-৪,৫০০ মেট্রিক টন। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ আগামী জুলাই ২০২১ মাসে উত্তীর্ণ হবে। মধ্যপাড়া খনিতে বর্তমানে যে বিস্ফোরক মজুদ আছে তা দিয়ে এ চুক্তির সময় পর্যন্ত কার্যক্রম চলবে। এক্সপ্লোসিভের জন্য মধ্যপাড়া খনির উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সে লক্ষ্যে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে মধ্যপাড়া খনির উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। সভায় বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের হালনাগাদ অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, বিদেশী নাগরিকগণের অননুমোদিতভাবে দেশে অবস্থান রোধকল্পে ও তারা যাতে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে না পারে সে লক্ষ্যে তাদের তথ্য হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিপিসি ও পেট্রোবাংলায় কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের তথ্য হালনাগাদ রাখার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল এ নতুন ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের তথ্য দ্রুত হালনাগাদ করতে হবে।	বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/বিসিএমসিএল ও সংশ্লিষ্ট সকল কোম্পানি

৩.৯	মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, টাংগাইলে একটি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। মডেল ফিলিং স্টেশনটির ডিজিটাল সার্ভে ও মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর্কিটেকচারাল ডিজাইন কাস্টমাইজড করে বিস্ফোরক পরিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে জেওসিএল কর্তৃক নির্মাণাধীন একটি মডেল ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনে মডেল ফিলিং স্টেশনের পিছনে জায়গা কম ও সামনে জায়গা বেশী লক্ষ্য করেছেন। তাই মডেল ফিলিং স্টেশন নির্ধারিত ডিজাইন অনুযায়ী স্থাপন করা হচ্ছে কিনা এবং সার্বিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে একটি কমিটি গঠন করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমপিএল জানান যে, জায়গা স্বল্পতা ও অবস্থান বিবেচনায় লে-আউট কাস্টমাইজড করার প্রয়োজন হয়। এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী জুন ২০২১ এর মধ্যে তিনটি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ ও এ সংক্রান্ত কার্যাদি পরিদর্শনের লক্ষ্যে এ বিভাগ, বিপিসি ও তিনটি বিপণন কোম্পানির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতির স্থির চিত্র ও ভিডিও চিত্র আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য মতামত ব্যক্ত করা হয়।	(ক) মুজিব বর্ষ এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক কমপক্ষে ১টি করে মোট ৩টি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপন আগামী জুন/২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের সার্বিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি ও তিনটি বিপণন কোম্পানির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। (গ) মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতির স্থির চিত্র ও ভিডিও চিত্র আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগের অপারেশন অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিপিসি ও পদ্মা/মেঘনা/ যমুনা অয়েল কোং

৩.১০	বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা ২১০৮.২০ কোটি টাকা আদায়ের বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের জন্য বিপিসি হতে গত ২৭-১২-২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার সময় চেয়ে নথি উপস্থাপিত হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা ২১০৮ কোটি টাকা write off করার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছিল। পিওসিএল একটি পাবলিক কোম্পানি বিধায় বকেয়া পাওনা write off করার সুযোগ নেই। তাই পূর্বের বকেয়া পাওনার বিষয়ে অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে শীঘ্রই একটি সভা আয়োজন করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপি গ্যাস লিমিটেড জানান যে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় লতিফপুর মৌজায় ১০ একর খাস জমি এলপি গ্যাস লিমিটেডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে বন বিভাগের সাথে আলোচনা হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে এই জমিটি এলপি গ্যাস লিমিটেডকে বরাদ্দের বিষয়ে বন বিভাগ সম্মতি প্রদান করেছে। তাই এ বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করা প্রয়োজন। সভাপতি এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব বিপিসির মাধ্যমে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো জানান যে, টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিপিসি'র চেয়ারম্যান গত ১৭/১২/২০২০ তারিখে টাঙ্গাইলস্থ এলেঙ্গার জমিটি পরিদর্শন করেছেন। উক্ত জায়গায় একটি এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে feasibility রিপোর্ট প্রদানের জন্য IIFC কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা ২১০৮ কোটি টাকা আদায়ের বিষয়ে এ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বিপিসি ও পিওসিএল এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে দ্রুত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করতে হবে। (খ) চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় লতিফপুর মৌজায় ১০ একর খাস জমি এলপি গ্যাস লিমিটেডর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের লক্ষ্যে বিপিসি হতে দ্রুত এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে feasibility স্টাডির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ
৩.১১	উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, আলোচ্য মাসে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর হতে সভার সময়সূচি না পাওয়ায় পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহের কোন দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের ২১টি নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২৬-১১-২০২০ তারিখে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইআরএল জানান যে, চলতি মাসে ইআরএল এর ১৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। ১৯৭২ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৬৭৪টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৫৭৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, ১৯৭২ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত যে সাধারণ আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে সেগুলো স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিকে রি-চেক করে আপডেট করতে হবে। সভাপতি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন এবং নিয়মিতভাবে ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা করতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা করা হচ্ছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১২	সভাপতি বলেন যে, বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে। মামলার তথ্যাদি হালনাগাদের সুবিধার্থে সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, এ বিভাগে পূর্বে মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা হতে করা হতো। মামলার তথ্যাদি সমন্বয়ের লক্ষ্যে বর্তমানে একটি শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বাপেক্সের বেশকিছু কনটেম্পট/ডিমান্ড নোটিশ রয়েছে। বিশেষ করে কনটেম্পট নোটিশের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করণের জন্য জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই এবং তেল বিপণন কোম্পানির প্রতিনিধি সমন্বয়ে মনিটরিং কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। কনডেনসেট ফ্র্যাকসেনেশন প্ল্যান্ট গত ০১-০৯-২০২০ তারিখ থেকে বিএসটিআই মানসম্মত পেট্রোল ও অকটেন বিপণন কোম্পানিসমূহের ডিপোতে সরবরাহ করছে। তেলের ভেজাল রোধ ও নমুনা সংগ্রহের জন্য বিপণন কোম্পানিসমূহের ইতোমধ্যে Quality Assurance কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করেছে। সভায় ই-দরপত্রের তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয় এবং ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে ছক আকারে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১৩	উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/মনিটরিং সংক্রান্ত বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম লিডার এর সভাপতিত্বে প্রতিমাসে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এপিএ টিমের সভায় বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দশনা প্রদান করা হচ্ছে। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিজনিত কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ'তে অর্জন কম হয়েছে। পূর্বের অবস্থানে যাওয়ার জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি হয়েছে ৩৯.৮০%, পক্ষান্তরে ন্যাশনাল এভারেজ রয়েছে ২৩.৮৯%। এখন পর্যন্ত অবস্থান ভালো রয়েছে মর্মে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।	এপিএ টিম ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১৪	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২০' খসড়াটি মন্ত্রিসভা-বৈঠকের নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন এবং খসড়া আইনের একটি ধারায় একটি অনুশাসন প্রদান করেছেন। যা পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক শীঘ্রই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২০' খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা

৩.১৫	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। তথ্যাদি পর্যালোচনায় এ কার্যক্রম ভালো অবস্থানে রয়েছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। ৬টি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, গ্যাস বিল খেলাপী বড় গ্রাহকদের গ্যাস বিল পরিশোধের বিষয়ে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে, যার সময়সীমা ২৬-০১-২০২১ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। খেলাপীদের মধ্যে বিদ্যুতের গ্রাহকও রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে তিনি সভাপতির দিক-নির্দেশনা কামনা করেন। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু খেলাপীর তালিকায় বিদ্যুতের গ্রাহকও রয়েছে তাই মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দেশে ফেরার পর এ বিষয়ে সভা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল গ্যাস বিল খেলাপী বড় গ্রাহকগণ নোটিশ প্রাপ্তির পরও বকেয়া পরিশোধ করছে না তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা/ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি
৩.১৬	ব্লু ইকোনমি সেল: অতিরিক্ত সচিব, ব্লু ইকোনমি সেল প্রতিষ্ঠানটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সমন্বয় সভার এজেন্ডাভুক্তকরণের অনুরোধ জানান এবং কার্যক্রমসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, Marine Spatial Planning এর বিষয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত ছিল। এ বিষয়ে সকল স্টেকহোল্ডারের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি তৈরির জন্য একটি সভা আহ্বান করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, Blue Carbon Seaspace Pattern প্রকল্পের বিষয়ে সভাকরণ। তৃতীয়টি হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু সুনীল অর্থনীতি ফান্ড গঠন। এ বিষয়টি নিয়ে গত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় আলোচনা হয়েছিল। সভাপতি বলেন যে, ব্লু ইকোনমি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা হয় বিধায় সমন্বয় সভায় এজেন্ডাভুক্ত হয়নি। তবে এখন থেকে নিয়মিতভাবে সমন্বয় সভায় ব্লু ইকোনমির এজেন্ডার অগ্রগতি আলোচনা হতে পারে মর্মে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন।	ব্লু ইকোনমির প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ ব্লু ইকোনমি সেল

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.৫২

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪২৭
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান (সচিব) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

২) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

৪) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৫) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৭) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৮) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট

৯) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

১০) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর

১১) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)

১৩) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব